[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার রাফিউল ইসলামের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের বিভিন্ন টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

আজ বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের সোপর্দ করা হয়েছে।

ইবিতে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) “টেগর এন্ড হিস লিগ্যাসি ইন দ্যা আরব ওয়াল্ড” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকা থেকে রবীন্দ্র-নজরুল কলা ভবনের গগন হরকরা মিলনায়তনে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মোত্তালিব এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজক কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসন। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী এন্ড পারসিয়ান বিভাগের সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. এম ইসরাত আলী মোল্লা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান, প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমান (রহমান হাবিব), প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর ড. মোস্তাক আলী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ অলী উল্যাহ, ঢাকা

বিশ^বিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোঃ কামরুল হাসান, প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।সেমিনারে বক্তারা বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কর্ম ও দর্শনের উপর আলোকপাত করেন।

সেমিনারটি উপস্থাপনা করেন আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. এ.কে.এম শামসুল হক ছিদ্দিকী।

ইবিতে সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আবাসিক হল এলাকায় মধ্যরাতে সিরিজ ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বিক্ষোভে আবাসিক হলের পাশে অনন্ত ছয়টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ বলে দাবি করেছেন নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন এলাকা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়ে প্রশাসন ভবনে ও মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ টেণ্ডে শেষ হয়েছে। বিক্ষোভের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, হঠাৎ বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও লালন শাহ হলের দক্ষিণ ব্লকের পাশে থেমে থেমে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা৷ এ ঘটনার পর থেকেই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। আবাসিক শিক্ষার্থীরা বহিরাগত কেউ হল এলাকায় এমন ককটেল বিস্ফোরণ করলো ভেবে অভ্যন্তরে ও বাহিরে লাঠি, রড, স্ট্যাম্প ও হকস্টিক টহল দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের কল দিয়েও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও প্রশাসন বডির ডাকলেও না পাওয়ায় ক্ষোভ

প্রকাশে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, ‘ গতকাল আমাদের রুমের পাশে পর পর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যদিকে আবার আমাদের সভাপতির ব্লকের পাশেও একই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ।আমরা রাতে প্রক্টোরিয়াল বডিকে ডেকেছি কিন্তু তাদের কোন উপস্থিতি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিক্ষোভ করেছি।”

তিনি আরো বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। এতে কারা জড়িত সেটা তদন্ত করা ছাত্রলীগের কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। উপাচার্য স্যার একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করবেন বলে আশা দিয়েছেন ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

দামুড়হুদার তারিনীপুরে ভারি বর্ষণে পানি বন্দি ৩০টি পরিবার

দামুড়হুদায় বিরামহীন বৃষ্টির পানিতে বিধ্বস্ত হয়েছে বেশকিছু মাটির তৈরি বাড়িঘর। বাড়ির উঠানসহ এলাকার অধিকাংশ রাস্তাই রয়েছে পানির নিচে। তলিয়ে গেছে মাঠের বিস্তীর্ণ ধানের জমিসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে হাজারো মানুষ। বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না কর্মব্যস্ত সাধারণ জনগণ।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামে ৩০টি পরিবার পানি বন্দি, বাড়ির উঠানের ওপরে হাঁটু সমান পানি। মাটির তৈরি বসতঘরের দেয়াল ধসে পড়েছে। প্রায় সপ্তাহ ব্যাপি বিরামহীন বৃষ্টির ফলে এলাকার বেশিরভাগ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামের জনগণ।

এছাড়া গ্রামের মধ্যে জমে থাকা বৃষ্টির পানি বের করার জন্য নেই

কোনো কালভার্ট বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা। ফলে বৃষ্টির সমস্ত পানিই থেকে যাচ্ছে গ্রামের ভেতরে। অতিমাত্রায় বৃষ্টির পানিতে বেশ কয়েকজনের মাটির তৈরি বসতঘরের দেয়াল ধসে পড়তেও দেখা গেছে।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী আশাদুল হক বলেন, দিনের বেলায় কষ্ট করে চলাফেরা করলেও ভাঙনের ভয়ে রাতে ঘুম হয় না। তাছাড়া সাপ ও পোকামাকড়ের ভয় তো নিত্যসঙ্গী। টয়লেট করা নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে পরিবারের সদস্যরা। অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন ওই পরিবারের সদস্যরা। তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সু-দৃষ্টি কামনা করছেন ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।

ভুক্তভোগী বিল্লাল হোসেন বলেন, লাগাতার বৃষ্টির পানিতে কালভার্ট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় ৩০টি বাড়ি পানি বন্ধি হয়ে পড়েছে আমার ঘরের মধ্যে পানি উঠে আড়াই বিঘা জমির ৫০ মন শুকনো ধান ভিজে গেছে যদি রোদ না উঠে তাহলে আমার প্রায় ৭০ হাজার টাকার ধান নষ্ট হয়ে যাবে।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন বলেন, এখনও পর্যন্ত বিষয়টি আমি জানিনা, এখন জানতে পারলাম, সরজমিনে গিয়ে ব্যাবস্হা গ্রহন করা হবে।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন

৫ দফা দাবিতে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন ।

কেন্দ্রীয় কর্মসুচীর অংশ হিসেবে ৫ দফা দাবিতে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি বাস্তবায়নের দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রকৌশলী

নিরঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এই কর্মবিরতি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, উপসহকারী প্রকৌশলী আলীমুল রেজা, কার্য্য সহকারি শাহিন রেজা, অফিস সহায়ক হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মচারীরা।

আগামী বৃহস্পতিবার ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের এ কর্মবিরতি চলবে। দাবি মানা না হলে আগামি ১৫ সেপ্টেম্বর দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

কুড়ালগাছির চণ্ডিপুরে অবৈধভাবে সার বিক্রির অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার চন্ডিপুর বাজারে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে সার বিক্রির বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। কোনো প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই এসব রাসায়নিক সার বিক্রি করলেও অজানা কারণে প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ রয়েছে নীরব ভূমিকায়।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর বাজারে রাসায়নিক সার বিক্রির বৈধ কোনো অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন দীর্ঘ দিন যাবত সার বিক্রি করে আসছেন। লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রিসহ তার বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত মূল্যর চাইতে বেশী মূল্যে বিক্রির অভিযোগও রয়েছে । এছাড়াও তিনি কোন কৃষককে সার বিক্রির মেমোও দিতে চান না। আর যদি কোন কৃষককে মেমো দিলেও সারের পরিমান ও দাম উল্লেখ করেন না।

এ বিষয়ে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সার বিক্রির আমার কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। শুধু আমারই না অনেকেই বৈধ লাইসেন্স নেই। তবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছি।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বিষয়টি দেখবো।’

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, লাইসেন্স ছাড়া কেউ সার বিক্রি করতে পারে না। যদি কেউ লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রি করে থাকেন তা আইন বহির্ভূত। অবৈধভাবে সার বিক্রির বিষয়টি আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। তবে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করলে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না

গাংনী পৌর শহর যেন ভাগাড়!

সমস্যায় জর্জরিত গাংনী পৌরসভার ওয়ার্ডগুলো। অপরকিল্পিত ও যত্রতত্র খোঁড়া-খুড়ি, দ্বিতীয় শ্রেনীর এই গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা এখন ভাগাড়ে পরিনত হয়েছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে। পৌর এলাকার অনেকেই ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করে জনদুর্ভোগের বিষয়গুলো উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন। তবে পৌর মেয়র বলছেন, কিছু কাজ চলমান থাকায় বৃষ্টির কারণে দুর্ভোগ হয়েছে। কয়েকটি কাজ চলমান আছে, আরো বড় কয়েকটি কাজ দ্রুত শুরু হলেও পৌরসভার চিত্র পাল্টে যাবে।

২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বরে গাংনী পৌরসভার নির্বাচনে তৃতীয়বারের মত মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আহম্মেদ আলী। ওই নির্বাচনের আগে পানির লাইন নির্মাণ, ঘরে ঘরে বিদ্যুত, সড়ক সংস্কার, নতুন সড়ক, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। দায়িত্বের পর দেড় বছর অতিক্রম হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন না হওয়ায় পৌরবাসীর মাঝে দিন-দিন হতাশা বাড়ছে।

স্থানীয় পৌরবাসীরা জানান, পৌর শহরের বেশিরভাগ ড্রেন নির্মানের নামে যত্রতত্র খোঁড়াখুড়ি করে পৌর এলাকা এখন ভাগাড়ে পরিণত করেছে পৌর কর্তৃপক্ষ। সংস্কারের অভাবে পৌর শহরের সড়কগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া জলাবদ্ধতা ও যত্রতত্র ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ গাংনী পৌরবাসী। পৌরসভার কোনো এলাকাতেই ড্রেন নির্মাণ হয়নি। রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলার কিছু ড্রাম থাকলেও মহল্লার রাস্তাগুলোর পাশে নেই কোনো ময়লা ফেলার স্থান।

এ ব্যাপারে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী আবির হোসেন, রাসেল ও লিমা খাতুন বলেন, ভাঙা রাস্তায় পানি জমে থাকায় আমাদের স্কুলে আসতে অনেক কষ্ট হয়। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের সামনে পানি জমে নর্দমার সৃষ্টি হয়। তাই দ্রুত এ সড়কটি সংস্কারের দাবি জানাই।

এ ব্যাপারে সাইফুল ইসলাম শিপু বলেন, রাস্তা নয়, যেন নর্দমার খাল। সামান্য বৃষ্টিতেই তলিয়ে যায় জরাজীর্ণ সড়কটিগুলো। ফলে প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এই সড়কে। তিনি বলেন, বর্তমান উন্নয়নের সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের গণজোয়ারে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন। অথচ, গাংনী পৌরসভার মেয়র সেই উন্নয়ন থেকে পৌরবাসিকে পিছিয়ে দিচ্ছেন।
গাংনী বাজার কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রফিক বলেন, প্রতিটি সড়কই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে নাগরিক সুবিধা পাচ্ছে না পৌরবাসী। ব্যবসায়ীদের দোকান পাটের সামনে ময়লা আবর্জনার স্তুপ জমে থাকলেও পৌর কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। পৌরসভার যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই ভাগাড় মনে হয়। তিনি অবিলম্বে ব্যবসায়ীদের দোকান পাটের সামনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন। নাহলে ব্যবসায়ীরা পৌর ট্যাক্◌্র দেবেনা বলেও জানান তিনি।

৮নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রমেছা খাতুন ও নিমসারন নেছা বলেন, আমরা এখন পৌরসভার নামে গ্রামেই বসবাস করছি। এই রাস্তা দিয়ে হেটে যেতে গিয়ে পাড়ার এক নারী পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে গিয়েছে।

৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আক্কাছ আলী বলেন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার উপরেই হাঁটু পানি জমে থাকে। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও সাধারণ মানুষের নাকাল বাড়ে।

ক্রীড়ামোদি রোকনুজ্জমান বলেন, গাংনীর ক্রীড়াবিদদের একমাত্র খেলার মাঠ গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠটিতে কয়েক গাড়ি মাটি এনে ফেলে রেখে সেটিও রুদ্ধ করে ফেলেছেন মেয়র। এখন আর সেখানে খেলতে পারছেনা কোমলমতি ছেলেরা। এছাড়া এখানে সেখানে আবর্জনা আর ময়লার স্তুপ জমে থাকে সব সময়। সবমিলিয়ে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন স্থান এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

প্রায় ২১ বছর বয়সী দ্বিতীয় শ্রেনীর এই পৌরসভায় নেই শিশুপার্ক বা জনগণের বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা। ব্যবহারযোগ্য কোনো শৌচাগারও নেই বেশিরভাগ স্থানে। বেশিরভাগ স্থানে নেই সুপেয় পানির

ব্যবস্থা। পৌরসভা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হলেও বাস্তবে পৌরসভায় নেই উন্নয়নের ছোঁয়া। গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, পৌরসভার কয়েকটি সড়কে কাজ চলছে। এরই মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় মানুষের চলাচলে কিছুটা ভোগান্তী হচ্ছে। তবে কিছু কাজ চলছে, বড় প্রকল্পের কাজ শিঘ্রই শুরু হবে তখন দৃশ্যমান উন্নয়ন দেখা যাবে। কারণ প্রকল্প আনা অনেক কঠিন কাজ।

গত পরশু দিন ৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা পেয়েছি বিভিন্ন মহল্লার পকেট রাস্তাগুলো হিয়ারিং কাজের জন্য। দ্রুত সে কাজ শুরু হবে। ইতোমধ্যে ১৮ কোটি টাকার ড্রেণ নির্মাণের কাজ চলছে, ২৩ কোটি প্রকল্পের পানির লাইনের কাজ চলছে, ইউজিপি-৪ এর ১০০ কোটি টাকার কাজ দ্রুত শুরু হবে। কাজগুলো সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হলে উন্নয়নে চিত্র দেখা যাবে।

পাল্টা অভিযোগ করে মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, দুদিনের বৃষ্টিতে একটু পানি জমেছে আর ক্যাসিনো ব্যবসায়ী শিপুর এগুলো সহ্য হচ্ছে না। সে কিভাবে ক্যাসিনো ব্যবসা করে, কিভাবে সে এত টাকার মালিক হলো সেগুলো নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে আহবান জানাচ্ছি।

শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে আলোচনা সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুরের শ্রী শ্রী হরিসভা মন্দিরে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোর কুমার পাত্রের সভাপতিত্বে উজ্জল কর্মকার এর পরিচালনায় শাশ্বত নিপ্পনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন হরিসভা মন্দিরের সভাপতি ডঃ অলোক কুমার দাস, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক কাজল দত্ত, নায়েব বাড়ি পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা, মহা শ্মশানের সাধারান

সম্পাদক তপন সাহা, মেহেরপুর পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট মিনা পাল, গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি দিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নাড়ু,

মুজিবনগর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি পূজা যখন কমিটির সভাপতি উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মশালা

মেহেরপুরে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সমাজের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের জীবন মেলা হেলথ সেন্টার (চাঁদবিল) হলরুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন, গাংনী অফিসের ব্যবস্থাপক শামীম আহম্মেদ, প্রশিক্ষক টিপু সুলতান ও সোনিয়া সুলতানা।

ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচী, উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন কর্মশালার সভাপতি শফিকুল ইসলাম।

এছাড়া ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র(স্লাইড শো) প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন প্রশিক্ষক টিপু সুলতান।

উল্লেখ্য ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন, বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ সার্জন দ্বারা ঠোঁট কাটা, তালু কাটা, প্রলাপ্স সার্জারী (মহিলাদের জরায়ু নেমে আসা) বিনামূল্যে করেন থাকে। এছাড়া অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিশেষজ্ঞ সার্জ দিয়ে চোখ, নাক, কান, গলা মুগুর পাসহ জটিল

রোগের অপারেশন স্বল্প মূল্যে করে এলাকার মানুষের কাছে ভরসার যায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্তিম হাত পা ও সহায়ক সামগ্রী স্বল্প মূল্যে দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির নার্স ইন্সটিটিউট থেকে পড়া লেখা শেষ করে দেশের অনেক বড় বড় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও সরকারিভাবেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন।

তারা বলেন, এই সংস্থার জীবন তরি ভাসমান হাসপাতাল এখন শুধু দেশেই নয় বিদেশেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। চিকিৎসা সেবা সাধারণ মানুষের দোর গৌড়ায় পৌছাতে বাসে করে প্রত্যন্তাঞ্চলে যাচ্ছে। সেখানে ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নিয়ে যাওয়া হয়। তারা ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের এই কার্যক্রমকে সকলের সামনে তুলে ধরতে সাংবাদিকদের সহযোগীতা কামনা করেন।

কর্মশালায় গাংনী প্রেসক্লাব ও গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা অংশ নেন।

কোটচাঁদপুর পৌর কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে একাডেমিক স্বীকৃতি অনিশ্চিয়তা

কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিও শর্ত পূরনে ব্যর্থ হওয়ায় এবারও ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে এেকিাডমিক স্বীকৃতি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘ প্রায় একযুগ থেকে এ অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

এ নিয়ে এরই মেধ্য শিক্ষার্বোড কর্র্তৃক কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় কেন তাদের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না ব্যখ্যা চেয়েছে। ফলে এক দিকে এ বিভাগের শিক্ষক-কর্মচারিরা হতাশার মধ্যে পড়লেও অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর সরকারের কোটি টাকা পানিতে ডুবিয়েও তারা বেপরোয়া।

[redacted]

[redacted]